উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম দলিল

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া খপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন খপন
মুঃ আবেদুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ, সাদ্দি • শা, সা, • এহসানুল ইসলাম
• হাসান হক • আবদুল হক • আসিফ মাহমুদ
• মোস্তফা আনোয়ার • এইচ এস ফিরোজ • শরিন
• তারেক আহমেদ • সবর মিয়া • মাসুদুর রহমান
• জহির মোসেন • দীনা ইনাম • রেহানা আখতার

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ দোলিন - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোতাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
আবুল কাশেম মিয়া - জাপান
এস, ব্যানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুদ্দোহা - সিংগাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন
ইমরুল কায়েস - ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান - ফ্রাঙ্কফুর্ট
নাছির উদ্দিন পারভেজ - মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবীব

প্রচ্ছদ শিল্পী : সাফিনা আহমেদ

ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণে :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৪০ - ৪১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মার্চ ১৯৯৩

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই

আমরা গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি, কেবল নিশ্চল স্থবিরতাই নয়, এক ধ্বংসবাদী পশ্চাদমুখী নৈরাজ্য কমপিউটারের অগ্রগমনকে গ্রাস করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিচক্ষণ মানুষেরা এদিকে মনোযোগী না হলে বহুকষ্টে গড়ে তোলা কমপিউটারমুখী জনআগ্রহ ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনায় বিচলিত। আমাদের বহুদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে কমপিউটার যন্ত্র সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য আহূত টেণ্ডারের জমা দানের দিনে একদল আনাড়ী নৈরাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসী লোক কাগজপত্র ছিন্নভিন্ন করে দৈহিক হামলা চালিয়েছে এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত শিক্ষিত মার্জিত অগ্রসর মানুষদের উপর। আমরা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন রাখছি : এটা কিসের আলামত ?

ভারতে প্রতিবৎসর যখন ১০ হাজার তরুণ কমপিউটার বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন করে সমাজ-সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে মেধা ও সম্পদে সমৃদ্ধ করছে, তখন এ হতভাগ্য দেশে প্রযুক্তির ব্যাপারে এ সন্ত্রাস ও নাশকতা কেন ? বিদেশে যখন কর্মসংস্থান ও প্রসার ব্যাপকতর করার জন্য কমপিউটারের উপর শুল্ক সম্পূর্ণ বিলোপ করছে, তখন কমপিউটারের ব্যাপারে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা হতে ভার্সিটি ও কাউন্সিলে বিপজ্জনক নেতিবাচক মনোভঙ্গি মাথাচাড়া দেবার হেতু কি ? প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক যে চিঠির সুপারিশ করেছেন তার উত্তর দেড়বছর ধরেও যে আমলারা তৈরী করছেন না তারা জাতিকে কোন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ?

কমপিউটার কাউন্সিল পরিণত হয়েছে এক পোড়োবাড়ীতে। প্রতিবৎসর জাতি ১ কোটি টাকা ব্যয় করলেও মাসের পর মাস কাউন্সিলের বৈঠক হচ্ছে না। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশের দূতাবাস মারফত আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য যে চিঠি দিয়েছে তার উত্তরটুকু গত দু'বছরেও প্রস্তুত করতে পারছেনা।

বছরে জনগণের এই কোটি টাকা অপব্যয়কারী প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তি আয়ত্ব করা, কমপিউটার বিস্তার ও কমপিউটারের বহুমুখী কার্যকর প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র তৈরী কমপিউটার কাউন্সিলের দায়িত্ব। কিন্তু কোন্দল আর নিশ্চল সময়যাপনকেই এ কাউন্সিল তার করণীয় করে তুলেছে। অথচ এ কাউন্সিল ও সরকার তৎপর হলে পৃথিবীতে বিরাজমান লক্ষ লক্ষ কমপিউটার প্রোগ্রামারের চাহিদা যেমন পূরণ করতে পারত তেমনি এ জাতি মুক্তি পেত অর্থনৈতিক দৈন্যতা হতে, ঘুচতো বেকারত্ব, দেশ পেত হাসি-খুশী প্রাণোচ্ছল এক ঝাঁক তরুণকে যারা হতাশায় নিমজ্জমান হয়ে মাদকাসক্ত হতো না। স্মরণে রাখা প্রয়োজন পৃথিবীতে কমপিউটার প্রোগ্রামারের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে এবং একমাত্র ইসরাইল ছাড়া কমপিউটার প্রোগ্রামারের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে সব দেশেই।

সরকার ও দায়িত্বন্যস্ত কাউন্সিলের নিষ্ক্রীয়তায় কমপিউটার রাজ্যে নৈরাজ্য দিন দিন প্রবল হচ্ছে। আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করছি প্রমিত কী বোর্ড সংক্রান্ত কাগজ-পত্রই কেবল নয় চারপাঁচ বছর পূর্বে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও তৎকালীন এনসিবি কর্তৃক গঠিত ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক সাব কমিটির ফাইলও কোন রহস্যজনক কারণে সংস্থা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এদিকে প্রমিত কী বোর্ড সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মতৈক্যের অভাবকেই কেবল পুঁজি করছেনা নানা মহল, কমপিউটারের চাইতে অগ্রসর বলে হাজির করা হচ্ছে টাইপরাইটার এবং সরকারী বাজেটের বরাদ্দ ফিরে যাচ্ছে আবার পরিত্যক্ত অনগ্রসর প্রযুক্তিতে।

আরো কৌতুকপ্রদ ব্যাপার, যে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির অনুমোদন নিয়েই কেবল একজন ব্যক্তি সরকারী কোনো কমপিউটার পেশায় নিয়োগ পেয়ে থাকেন সে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটিই আজো সরকারী অনুমোদন লাভ করেনি। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাংলাদেশ সরকারও দেবেন বলে আশা করছি।

নিষ্ক্রীয়তা, পশ্চাদমুখীনতা ও নৈরাজ্যের জন্য জনগণ ও জাতিকে মূল্য দিতে হয়। অর্থনীতি ও শিক্ষিত জনঅংশকে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রসরবৃত্তে এগিয়ে না নিতে পারলে এদেশকে আরও বহুদশক শোচনীয় বিপর্যয়ের অতলে পড়ে থাকতে হবে। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার মত মন ও মেধা এদেশে সকল স্তরে আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ লাভালাভের বেদিতে ভবিষ্যত বলি দেবার মূঢ়তা থেকে জাতির এ সন্ধিক্ষণকে রক্ষার জন্য আমরা আবারও সরকারের সর্বোচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখক সম্পাদক : আজম মাহমুদ ○ রেজাউল করিম ○ আবদুল হালিম ○ গোলাম নবী জুয়েল